

# বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

নতুন মিশন

সাধারণ জ্ঞান ( ৯ম-১০ম শ্রেণীর বাঃ ও বিঃ বই থেকে)

পর্ব-১

- ১) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু করার প্রস্তাব দেন - ১৯৩৭ সালে
- ২) ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় - ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট
- ৩) মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু করার প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন - শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক
- ৪) চৌধুরী খালেকুজ্জামান পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু করার দাবি করেন - ১৯৪৭ সালের ১৭ মে
- ৫) চৌধুরী খালেকুজ্জামান এর প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন - ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. এনামুল হক
- ৬) ' গণ আজাদী লীগ' গঠিত হয় - ১৯৪৭ সালে কারুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে
- ৭) গণ আজাদী লীগের দাবি ছিল - মাতৃভাষায় শিক্ষা দান
- ৮) তমদুন মজলিশ গঠিত হয় - ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর
- ৯) তমদুন মজলিশ গঠিত হয় - অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে
- ১০) ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে - তমদুন মজলিশ
- ১১) উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় - ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে
- ১২) বাংলাকে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান - ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ( ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি)
- ১৩) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় - ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ
- ১৪) বাংলা ভাষা দাবি দিবস পালনের ঘোষণা দেয় যে তারিখকে - ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চকে
- ১৫) পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ ( বর্তমান ছাত্র লীগ) গঠিত হয় - ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি
- ১৬) ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ
- ১৭) ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - মুখ্য মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে
- ১৮) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার করার কথা ঘোষণা দেন - ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ
- ১৯) খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন- ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে
- ২০) রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নতুন ভাবে গঠিত হয় - ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি ( আবদুল মতিন আহবায়ক)
- ২১) ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি পালনের পরামর্শ দেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ২২) ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি - সকাল ১১ টায় সভা অনুষ্ঠিত হয়
- ২৩) ২১ ফেব্রুয়ারির সভা অনুষ্ঠিত হয় - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়
- ২৪) সভায় সিদ্ধান্ত হয় - ১০ জন করে মিছিল করবে
- ২৫) শহীদ শফিউর মৃত্যুবরণ করেন - ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
- ২৬) প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় - ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে
- ২৭) প্রথম শহীদ মিনার উদ্বোধন - ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি
- ২৮) প্রথম শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন - ভাষা শহীদ শফিউরের পিতা

- ২৯) একুশে ফেব্রুয়ারির উপর প্রথম কবিতা লেখেন - চট্টগ্রামের কবি মাহবুব উল আলম
- ৩০) ভাষা আন্দোলনের প্রথম কবিতার নাম - কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি
- ৩১) আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন - স্মৃতির মিনার কবিতাটি
- ৩২) ভাষা আন্দোলনের গান - আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি ( আব্দুল গাফফার চৌধুরী)
- ৩৩) আব্দুল লতিফ রচনা করেন - ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়
- ৩৪) মুনীর চৌধুরী ঢাকা জেলে বসে রচনা করেন - কবর নাটক
- ৩৫) জহির রায়হান রচনা করেন - আরেক ফাল্গুন উপন্যাস
- ৩৬) বাংলাকে পাকিস্তানের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে - ১৯৫৬ সালে
- ৩৭) বাঙ্গালীর পরিবর্তী সব আন্দোলনের প্ররণা দিয়েছিল - ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
- ৩৮) শহীদ দিবস পালন শুরু হয় - ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে
- ৩৯) শহীদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে - UNESCO
- ৪০) ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে - ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর
- ৪১) পৃথিবীতে ভাষা রয়েছে - ৬০০০ এর বেশি
- ৪২) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় - ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন
- ৪৩) গঠনের স্থান - ঢাকার রোজ গার্ডেন
- ৪৪) সভাপতি ছিলেন - মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
- ৪৫) সাধারণ সম্পাদক ছিলেন - শামসুল হক ( টাঙ্গাইল)
- ৪৬) যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন - শেখ মুজিবুর রহমান
- ৪৭) ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ ছিল - আওয়ামী লীগের
- ৪৮) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয় - ১৯৫৫ সালে
- ৪৯) যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয় - ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর
- ৫০) যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় - ৪ টি দল নিয়ে
- ৫১) যুক্তফ্রন্টের ইশতেহার ছিল - ২১ টা
- ৫২) প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৫৪ সালের মার্চে
- ৫৩) পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের আসন ছিল - ২৩৭ টি
- ৫৪) যুক্তফ্রন্ট আসন লাভ করে - ২২৩ টি
- ৫৫) ২১ দফার প্রথম দফা ছিল - বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
- ৫৬) যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন - এ.কে ফজলুল হক ( ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল)
- ৫৭) যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল - ৫৬ দিন
- ৫৮) যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে - ১৯৫৪ সালের ৩০ মে
- ৫৯) বরখাস্ত করেন - গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ
- ৬০) বরখাস্তের ইস্যু ছিল - আদমজি ও কর্ণফুলি কাগজ কলে বাঙ্গালি অবাঙ্গালি দাঙ্গা

পর্ব -২

- ১) সামরিক শাসন জারি করা হয় - ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর
- ২) আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন - ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর

- ৩) মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেন - আইয়ুব খান
- ৪) আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় - ১৯৬১ সালে
- ৫) ছাত্র সমাজ ১৫ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে - ১৯৬২ সালে
- ৬) ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয় - ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর
- ৭) ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ চলে - ১৭ দিন
- ৮) বাঙ্গালি জাতির মুক্তির সনদ - ৬ দফা দাবি
- ৯) ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ১০) ৬ দফা দাবি উত্থাপন করা হয় - ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি
- ১১) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিল - ৩৫ জন
- ১২) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি করা হয় - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে
- ১৩) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি হয় - ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন
- ১৪) উনসত্তরের গণ অব্যুত্থান হয় - ১৯৬৯ সালে
- ১৫) গণ অভ্যুত্থানে শহীদ হন - আসাদ, ড. শামসুজ্জোহা
- ১৬) আগরতাল ষড়যন্ত্র মামলা থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া হয় - ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
- ১৭) শেখ মুজিবুর রহমানকে " বঙ্গবন্ধু " উপাধি দেয়া হয় - ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি
- ১৮) আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন - ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ
- ১৯) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর
- ২০) নির্বাচনে মোট ভোটের ছিল - ৫ কোটি ৬৪ লাখ
- ২১) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আসন লাভ করে - ১৬৭ টি ( ১৬৯ এর মধ্যে)
- ২২) প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর
- ২৩) প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আ.লীগ আসন পায় - ২৮৮ টি ( ৩০০ এর মধ্যে)
- ২৪) পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন - আগা খান
- ২৫) অধিবেশন স্থগিত করা হয় - ১৯৭১ সালের ১ মার্চ
- ২৬) অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ২৭) অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়া হয় - ১৯৭১ সালের ২ মার্চ
- ২৮) বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের সময় পূর্ব পাকিস্তানে চলছিল - অসহযোগ আন্দোলন
- ২৯) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করা হয় - ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ
- ৩০) পূর্ববাংলার স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয় - ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে
- ৩১) অপারেশন সার্চ লাইট চালানোর নীলনক্সা করা হয় - ১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ
- ৩২) নীলনক্সা করেন - টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী
- ৩৩) অপারেশন সার্চ লাইট হলো - ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের বর্বরহত্যাকাণ্ড
- ৩৪) বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন - ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে ওয়্যারলেসযোগে
- ৩৫) বঙ্গবন্ধুকে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় - ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে আনুমানিক রাত ১.৩০ মিনিটে
- ৩৬) শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন- ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে ২৫ মার্চ রাত ১২ টার পর
- ৩৭) বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল - ইংরেজিতে

সাধারণ জ্ঞান

( ৯ম - ১০ম শ্রেণীর বা ও বি বই থেকে)

পর্ব - ৩

- ১) বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয় - ইপিআর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে
- ২) বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রাম থেকে প্রচার করেন - ২৬ মার্চ দুপুর ও সন্ধ্যায় এম, এ, হাল্লান
- ৩) মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করেন - ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে
- ৪) বাঙ্গালী পাকিস্তানের শাসনের অধীনে ছিল- ২৪ বছর
- ৫) মেহেরপুর জেলার অন্তর্গত - বৈদ্যনাথ তলা এবং আম্রকানন
- ৬) বৈদ্যনাথ তলার বর্তমান নাম - মুজিবনগর
- ৭) মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় - ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল
- ৮) বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় - ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল
- ৯) মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে - ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল
- ১০) মুজিব নগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ১১) উপরাষ্ট্রপতি - সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- ১২) প্রধান মন্ত্রী - তাজ উদ্দীন আহমেদ
- ১৩) অর্থমন্ত্রী - এম. মনসুর আলী
- ১৪) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী - এ.এইচ. এম. কামারুজ্জামান
- ১৫) পররাষ্ট্রমন্ত্রী - খন্দকার মোশতাক আহমেদ
- ১৬) মুজিব নগর সরকারের শপথবাক্য পাঠ করান - অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- ১৭) মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন - কর্ণেল ( অব.) এম.এ. জি ওসমানী
- ১৮) মুজিব নগর সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল - মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বে জনমত সৃষ্টি করা
- ১৯) মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয় ছিল - ১২ টি
- ২০) মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত ছিলেন - বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
- ২১) বাংলাদেশে কয়টি সামরিক জোনে ভাগ করা হয় - ৪ টি ( ১৯৭১ সাল ১০ এপ্রিল)
- ২২) ৪ সামরিক জোনে ছিলেন - ৪ জন সেক্টর কমান্ডার
- ২৩) ১১ এপ্রিল পুনঃরায় ভাগ করা হয় - ১১ টি সেক্টরে
- ২৪) মুক্তিযুদ্ধের ব্রিগেড ফোর্স ছিল - ৩ টি
- ২৫) কাদেরীয়া বাহিনী ছিল - টাঙ্গাইলের
- ২৬) ইপিআর - ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল
- ২৭) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বলা যায় - গণযুদ্ধ বা জনযুদ্ধ
- ২৮) ভারতে শরণার্থী ছিল - ১ কোটি
- ২৯) বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকরা হয় - ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর
- ৩০) ১১ দফা আন্দোলন হয়েছিল - ১৯৬৮ সালে
- ৩১) ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে চলছিল - বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন
- ৩২) মুজিবনগর সরকারের অধীনে " পরিকল্পনা সেল " গঠন করে - পেশাজীবীরা
- ৩৩) মুক্তিযুদ্ধে সশ্রম হারান - প্রায় তিন লক্ষ নারী

সাধারণ জ্ঞান

( ৯ম - ১০ম শ্রেণীর বা ও বি বই)

পর্ব - ৪

- ১) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন - চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতিনকর্মীরা
- ২) ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় - ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
- ৩) মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে গঠিত হয় - যোথ কমাণ্ড
- ৪) মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বহির্বিশ্বে প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল - লন্ডন
- ৫) কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর শিল্পী ছিলেন - জর্জ হ্যারিসন
- ৬) কনসার্ট ফর বাংলাদেশ অনুষ্ঠিত হয় - যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ( ৪০০০০ লোক ছিল)
- ৭) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে - ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর
- ৮) বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন - ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি
- ৯) অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করা হয় - ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি
- ১০) অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ১১) গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল
- ১২) সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন - ৩৪ জন
- ১৩) সংবিধান কমিটি খসড়া সংবিধান পেশ করেন - ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর
- ১৪) সংবিধান গণ পরিষদে গৃহীত হয় - ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর
- ১৫) বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় - ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে
- ১৬) সংবিধানের মূলনীতি - ৪ টি
- ১৭) বাংলাদেশ গণ পরিষদ আদেশ জারি করা হয় - ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ
- ১৮) বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন - ড. কুদরত এ খুদা কমিশন
- ১৯) বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ
- ২০) বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি ছিল - সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়
- ২১) প্রথম দিকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে - ১৪০ টি দেশ
- ২২) চট্টগ্রাম বন্দরের মাইনমুক্ত করার বিষয়ে সহযোগিতা করে - সোভিয়েত ইউনিয়ন
- ২৩) ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ ছাড়ে - ১৯৭২ সালের মার্চে
- ২৪) বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হয় - ১৯৭২ সালে
- ২৫) জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে - ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর
- ২৬) জাতি সংঘের সাধারণ অধিবেশনে সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ দেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ২৭) বঙ্গবন্ধু পুরস্কার পান - জুলিও কুরি শান্তি পদক
- ২৮) জুলিও কুরি পদক দেয় - বিশ্বশান্তি পরিষদ
- ২৯) সংবিধান কমিটির প্রধান ছিলেন - ড. কামাল হোসেন
- ৩০) সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে মহিলা সদস্য ছিলেন - ১ জন
- ৩১) বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে সময় লাগে - ১০ মাস
- ৩২) বাংলাদেশ সংবিধান - লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়

পর্ব-৫

- ১) সংবিধানে ন্যায়পাল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে - ৭৭ নং অনুচ্ছেদে
- ২) বীরঙ্গনাদের সরকার " নারী মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেয় - ২০১৬ সালের ২৯ জানুয়ারি
- ৩) সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি - এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি
- ৪) সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে সংবিধানের - ৫ম, ৭ম ও ১৩ দশ সংশোধনী
- ৫) জাতীয় শোক দিবস - ১৫ আগস্ট
- ৬) বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয় - ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট
- ৭) জাতীয় ৪ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় - ১৯৭৫ সালে ২২ আগস্ট
- ৮) রাজনৈতিক দল ও কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয় - ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট
- ৯) ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেন - খন্দকার মোশতাক আহমেদ
- ১০) ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করা হয় - ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর
- ১১) খালেদ মোশাররফ এর নেতৃত্বে সেনা অভ্যুত্থান হয় - ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর
- ১২) জাতীয় ৪ নেতাকে হত্যা করা হয় - ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর
- ১৩) বাংলাদেশে সেনা শাসন আমল - ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত
- ১৪) গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় - ১৯৯১ সালে
- ১৫) জিয়াউর রহমান সেক্টর কমান্ডার ছিলেন - ২ নং সেক্টরের
- ১৬) জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন - ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল
- ১৭) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৭৮ সালের ৩ জুন
- ১৮) বাংলাদেশের ২য় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি
- ১৯) সংবিধানের ৫ম সংশোধনী অবৈধ বলে সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন - ২০০৮ সালে
- ২০) সার্ক গঠনের উদ্যোগতা - জিয়াউর রহমান
- ২১) রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান নিহত হন - ১৯৮১ সালের ৩১ মে
- ২২) জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন ছিল - সাড়ে ৫ বছর
- ২৩) এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন - ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ
- ২৪) জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি হন - ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর
- ২৫) রাষ্ট্রপতি এরশাদ রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেন - ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ
- ২৬) সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ হয় - ১৯৮৩ সালে
- ২৭) গণ আন্দোলন হয় - ১৯৯০ সালে
- ২৮) জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করেন - ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর
- ২৯) ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়া হয় - ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল
- ৩০) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৮৩ সালে
- ৩১) পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৮৪ সালে
- ৩২) এরশাদ গণভোটের আয়োজন করেন - ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ
- ৩৩) উপজেলা পদ্ধতি চালু করেন - এরশাদ
- ৩৪) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২১ মে
- ৩৫) বাংলাদেশের ৩য় জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় - ১৯৮৬ সালের ৭ মে
- ৩৬) ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হয় - ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ
- ৩৭) জেনারেল এরশাদের শাসন আমল - ৯ বছর
- ৩৮) প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি

- ৪০) নুর হোসেন শহীদ হন - স্বৈরাচার বিরোধি আন্দোলন ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর
- ৪১) এরশাদ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন - ১৯৮৭ সালের ২৭ নভেম্বর
- ৪২) সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন করা হয় - ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর ( ২২ টি ছাত্র সংগঠন)
- ৪৩) ডা. সামসুল আলম মিলন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান - ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর
- ৪৪) ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি
- ৪৫) তত্ত্বাবধায়ক সরকারে বিল সংসদে পাশ হয় - ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ
- ৪৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন - বিচারপতি হাবিবুর রহমান
- ৪৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১২ জুন ১৯৯৬ সালে ( ৭ম জাতীয় নির্বাচন)
- ৪৮) ৮মম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ২০০১ সালের ১ অক্টোবর
- ৪৯) বাংলাদেশে ১/ ১১ এর সময় কাল - ২০০৭ সাল
- ৫০) ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় - ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর
- ৫১) ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ছিল - ৭০%
- ৫২) ৪০ বছরে দারিদ্র্যের হার কমেছে - ৩০%
- ৫৩) ৪ দশকে শিশু মৃত্যু হার কমেছে -প্রতি হাজারে ১৮৫ থেকে ৪৮
- ৫৪) বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয় - ২০১০ সালে
- ৫৫) পারিবারিক সংহিংসতা ও সুরক্ষা আইন - ২০১০ সালে প্রণীত হয়
- ৫৬) জাতীয় খাদ্য নীতি - ২০০৬ সালে
- ৫৭) জাতীয় শিশু নীতি প্রণীত হয় - ২০১১ সালে
- ৫৮) জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ অনুযায়ী শিশু বলে বিবেচিত হবে -১৮ বছরের কম বয়সী সব ব্যক্তি

#### সাধারণ জ্ঞান

##### পর্ব -৬

( ৯ম - ১০ম শ্রেণীর বা ও বি বই থেকে)

- ১) বাংলাদেশ পলল গঠিত - আদ্র অঞ্চল
- ২) বাংলাদেশের পাহাড়ী অঞ্চল - উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে
- ৩) উঁচু ভূমির অবস্থান - উত্তর পশ্চিমাংশে
- ৪) বাংলাদেশের ভূ প্রকৃতি - নিচু ও সমতল
- ৫) দক্ষিণ এশিয়ার বড় নদী - ৩ টি( গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা)
- ৬) বাংলাদেশের অবস্থান - এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে
- ৭) বাংলাদেশের অবস্থান - ২০.৩৪° উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬.৩৮° উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে
- ৮) দ্রাঘিমা রেখা - ৮৮.০১° থেকে ৯২.৪১° পূর্ব দ্রাঘিমা
- ৯) বাংলাদেশের মাঝামাঝি দিয়ে অতিক্রম করেছে - কর্কটক্রান্তি রেখা ( ২৩.৫°)
- ১০) বাংলাদেশের উত্তরে - পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম
- ১১) পূর্বে - আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মায়ানমার
- ১২) দক্ষিণে - বঙ্গোপসাগর
- ১৩) মোট আয়তন - ১,৪৭,৫৭০ কি.মি. বা ৫৬, ৯৭৭ মাইল
- ১৪) পৃথিবীর বৃহত্তম ব দ্বীপ - বাংলাদেশ
- ১৫) বাংলাদেশের ভূ খন্ড - উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু

- ১৬) বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল - এক বিস্তীর্ণ সমভূমি
- ১৭) ভূ প্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ ভাগ করা হয় - ৩ টি শ্রেণীতে
- ১৮) টারশিয়ারে যুগের পাহাড়সমূহ - মোট ভূমির প্রায় ১২%
- ১৯) হিমালয় পর্বত উত্থিত হয় - টারশিয়ারি যুগে
- ২০) দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড় সমূহ - রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার এবং চট্টগ্রামের পূর্বাংশ
- ২১) দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোর উচ্চতা - ৬১০ মিটার
- ২২) বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ - তাজিনডং (বিজয়)
- ২৩) বিজয়ের উচ্চতা - ১২৩১ মিটার
- ২৪) বিজয় - বান্দরবানে অবস্থিত
- ২৫) বাংলাদেশের ২য় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ - কিওক্রাডং( ১২৩০ মি)
- ২৬) আরো দুটি পাহাড় - মোদকমুয়াল ( ১০০০মি.), পিরামিড( ৯১৫মি)
- ২৭) এই পাহাড় গুলো গঠিত - বেলে পাথর, কর্দম, শেল পাথর দ্বারা
- ২৮) উত্তর উত্তরপূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ - ময়মনসিংহ, নেত্রকোনার উত্তরাংশ, সিলেটের উত্তর উত্তর পূর্বাংশ, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জের দক্ষিণের পাহাড়
- ২৯) পাহাড় গুলোর উচ্চতা - ২৪৪ মিটার
- ৩০) উত্তরের পাহাড়গুলো - টিলা নামে পরিচিত
- ৩১) টিলার উচ্চতা - ৩০ থেকে ৯০ মিটার
- ৩২) এ অঞ্চলের পাহাড় সমূহ - চিকনাগুল, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া
- ৩৩) প্লাইস্টোসিন কালের সোপান - দেশের মোট ভূমির ৮% নিয়ে গঠিত
- ৩৪) প্লাইস্টোসিন কাল বলা হয় - আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে
- ৩৫) প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ - ৩ ভাগে বিভক্ত

#### সাধারণ জ্ঞান

( ৯ম - ১০ম শ্রেণীর বা ও বি বই)

পর্ব - ৭

- ১) বরেন্দ্রভূমি - নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর ও দিনাজপুরের অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত
- ২) বরেন্দ্রভূমির আয়তন - ৯৩২০ বর্গ কি.মি
- ৩) প্লাবন সমভূমি থেকে এর উচ্চতা - ৬ থেকে ১২ মিটার
- ৪) বরেন্দ্র অঞ্চলের মাটি - ধূসর ও লাল বর্ণের
- ৫) মধুপুর ও ভাওয়ালের সোপানের আয়তন - ৪,১০৩ বর্গ কি.মি
- ৬) সমভূমি থেকে এর উচ্চতা - ৬থেকে ৩০ মিটার
- ৭) মধুপুর ও ভাওয়ালের মাটি - লালচে ও ধূসর
- ৮) লালমাই পাহাড় - কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কি.মি পশ্চিমে
- ৯) লালমাই পাহাড়ের আয়তন - ৩৪ বর্গ কি.মি
- ১০) এই পাহাড়ের উচ্চতা - ২১ মিটার
- ১১) লালমাই পাহাড়ের মাটি- লালচে, এবং নুড়ি, বালি ও কংকর মিশ্রিত
- ১২) বাংলাদেশের নদী বিধৌত বিস্তীর্ণ সমভূমি - প্রায় ৮০%
- ১৩) প্লাবন সমভূমির আয়তন - ১,২৪,২৬৬ বর্গ কি.মি



- ১৪) প্লাবন সমভূমি - দেশের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ
- ১৫) উপকূলীয় সমভূমি - নোয়াখালী, ফেনীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত
- ১৬) স্রোতজ সমভূমি - খুলনা পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার কিয়দংশ
- ১৭) জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান - ৯ম
- ১৮) ২০০১ সালে জনসংখ্যা ছিল - ১২.৯৩ কোটি
- ১৯) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল - ১.৪৮%
- ২০) বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার - ১.৩৭ %
- ২১) আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী জনসংখ্যা - ১৪.৯৭ কোটি
- ২৩) প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে - ১০১৫ জন
- ২৪) জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে কম - পার্বত্য অঞ্চল ও সুন্দরবনে
- ২৫) শীত গ্রীষ্মের তারতম্য বেশী - দেশের উত্তরাঞ্চলে
- ২৬) বর্তমানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ - ০.২৫ একর
- ২৭) বাংলাদেশের জলবায়ু - ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু
- ২৮) বাংলাদেশে শীতকাল- নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি
- ২৯) শীতকালে দেশের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা - ২৯ ডিগ্রী ও ১১ ডিগ্রী সে.
- ৩০) বাংলাদেশের শীতলতম মাস- জানুয়ারি
- ৩১) জানুয়ারি মাসের গড় তাপমাত্রা - ১৭.৭ ডিগ্রী সে.
- ৩২) জানুয়ারি মাসে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা - দিনাজপুরে ১৬.৬
- ৩৩) বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল - মার্চ থেকে মে মাস
- ৩৪) গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা - ৩৮ এবং ২১ ডিগ্রী সে.
- ৩৫) উষ্ণতম মাস - এপ্রিল

#### সাধারণ জ্ঞান

(৯ম - ১০ম শ্রেণীর বা ও বি বই থেকে)

#### পর্ব - ৮

- ১) এপ্রিল মাসের গড় তাপমাত্রা - কক্সবাজার ২৭.৬৪ ডিগ্রী, নারায়ণগঞ্জে ২৮.৬৬ ডিগ্রী, রাজশাহীতে ৩০ ডিগ্রী
- ২) গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যায় - দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু
- ৩) কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানে - পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে
- ৪) প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় হয় - ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল
- ৫) বাংলাদেশে বর্ষাকাল - জুন হতে অক্টোবর মাস
- ৬) প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় - জুন মাসের শেষ দিকে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে
- ৭) বর্ষাকালে আবহাওয়া সর্বদা - উষ্ণ থাকে
- ৮) বর্ষাকালে গড় উষ্ণতা - ২৭ ডিগ্রী সে.
- ৯) বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে - জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে
- ১০) বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের - ৪/৫ ভাগ হয় হয় বর্ষাকালে
- ১১) বর্ষাকালে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় বৃষ্টিপাত হয় - ৩৪০ ও ১১৯ সে.মি

- ১২) বর্ষাকালে ক্রমে বৃষ্টিপাত বেশি হয় - পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে
- ১৩) বর্ষাকালে বিভিন্ন জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ - পাবনায় প্রায় ১১৪, ঢাকায় ১২০, কুমিল্লায় ১৪০, শ্রীমঙ্গলে ১৮০ এবং রাঙ্গামাটিতে ১৯০ সে.মি
- ১৪) বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় - মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে
- ১৫) বর্ষাকালে পর্বতের পাদদেশে এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের কোথাও বৃষ্টিপাত - ২০০ সে.মি কম হয়
- ১৬) বর্ষাকালে বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাত - সিলেটের পাহাড়ী অঞ্চলে ৩৪০ সেমি, পটুয়াখালীতে ২০০ সেমি, চটগ্রামে ২৫০ সেমি, রাঙ্গামাটিতে ২৮০ সেমি এবং কক্সবাজারে ৩২০ সেমি।
- ১৭) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর গড়ে বৃদ্ধি - ৪ মিমি থেকে ৬ মিমি ( হিরন পয়েন্ট, চর চংগা, কক্সবাজার)
- ১৮) গত ৪ হাজার বছরে ভূমিকম্পে পৃথিবীতে মানুষ মারা যায় - প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ
- ১৯) ভৌগোলিক ভাবে বাংলাদেশের অবস্থান - ইন্ডিয়ান ও ইউরোপিয়ান প্লেটের সীমানায়
- ২০) বাংলাদেশে ভূমিকম্পের মানবসৃষ্ট কারণ - পাহাড় কাটা
- ২১) ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের পানি উপকূলে উঠে - ১৫-২০ মিটার উঁচু হয়ে
- ২২) ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হয় - সুনামি
- ২৩) ইন্দোনেশিয়ায় মারাত্মক সুনামি আঘাত হানে - ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর
- ২৪) বাংলাদেশে ভূমিকম্প হয়ে থাকে - টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষের কারণে
- ২৫) বাংলাদেশের ভূমিকম্প বলয় মানচিত্র তৈরি করেছিলেন - ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার কনসোর্টিয়াম ১৯৮৯ সালে
- ২৬) তিনি বলয় দেখিয়েছেন - ৩ টি
- ২৭) বলয়গুলোকে ভাগ করেছেন - প্রলয়ংকারী, বিপজ্জনক, লঘু
- ২৮) এই বলয় সমূহকে বলা হয় - সিসমিক রিস্ক জোন
- ২৯) প্রলয়ংকারী বলয়ে রয়েছে - বান্দরবান, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর
- ৩০) বিপজ্জনক বলয়ে রয়েছে - ঢাকা, টাঙ্গাইল, বগুড়া, দিনাজপুর, কুমিল্লা, রাঙ্গামাটি
- ৩১) লঘু বলয়ে রয়েছে - দেশের অন্যান্য জেলাগুলো

#### সাধারণ জ্ঞান

( ৯ম -১০ ম শ্রেণীর বা ও বি বই)

#### পর্ব -৯

- ১) বাংলাদেশে ছোট বড় নদী রয়েছে -৭০০ টি
- ২) নদীর গুলোর আয়তন দৈর্ঘ্যে - ২২,১৫৫ কি.মি
- ৩) পদ্মা নদী ভারতে পরিচিত - গঙ্গা নামে
- ৪) পদ্মা নদীর উৎপত্তিস্থল - হিমালয়ের গান্ধারী হিমবাহে
- ৫) গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে - রাজশাহী জেলা দিয়ে
- ৬) পদ্মা নদী যমুনার সাথে মিলিত হয় - গোয়ালন্দে
- ৭) ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারা - যমুনা নদী
- ৮) পদ্মা নদী মেঘনার নাথে মিলিত হয় - চাঁদপুরে
- ৯) গঙ্গা পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের পরিমাণ - ৩৪, ১৮৮ বর্গ কি.মি

- ১০) পদ্মার শাখা নদী সমূহ - ভাগীরথী, হুগলি, মাথাভাঙ্গা, ইছামতি, ভৈরব, কুমার, কপোতাক্ষ, নবগঙ্গা, চিত্রা, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ
- ১১) ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি - তিব্বতের মানস সরোবর
- ১২) ব্রহ্মপুত্র নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে - কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে
- ১৩) ১৭৮৭ সালের আগে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারাটি প্রবাহিত হতো - ময়মনসিংহের মধ্যে দিয়ে উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্বে
- ১৪) ব্রহ্মপুত্র নদের গতি পরিবর্তিত হয় - ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পে
- ১৫) যমুনা নদীর শাখা নদী - ধলেশ্বরী
- ১৬) ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী - বুড়িগঙ্গা
- ১৭) যমুনা নদীর উপনদী সমূহ - ধরলা, তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই
- ১৮) গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য - ২৮৯৭ কি.মি এবং আয়তন - ৫,৮০,১৬০ বর্গ কি.মি এবং এর ৪৪,০৩০ বর্গ কি.মি বাংলাদেশের
- ১৯) সুরমা ও কুশিয়ারা নদী মিলনে উৎপত্তি - মেঘনা নদী
- ২০) সুরমা ও কুশিয়ার উৎপত্তি- আসামের বরাক নদী নাগা- মণিপুর অঞ্চলে
- ২১) সুরমা ও কুশিয়ারা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে - সিলেট জেলা দিয়ে
- ২২) সুরমা ও কুশিয়ারা নদী মিলিত হয় - সুনামগঞ্জের আজমিরিগঞ্জে এবং কালনী নামে দক্ষিণ পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করে
- ২৩) মেঘনা পুত্রের সাথে মিলিত হয় - ভৈরব বাজারের কাছে
- ২৪) বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, ও শীতলক্ষ্যা মেঘনার সাথে মিলিত হয় - মুন্সিগঞ্জে
- ২৫) মেঘনার শাখা নদী - মুন, তিতাস, গোমতী, বাউলাই
- ২৬) বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী - কর্ণফুলী
- ২৭) কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তি - লুসাই পাহাড়ে
- ২৮) কর্ণফুলির দৈর্ঘ্য - ৩২০ কি.মি
- ২৯) কর্ণফুলির প্রধান উপনদী - কাপ্তাই, হালদা, কাসালাং, রাঙাখিয়াং
- ৩০) বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর - চট্টগ্রাম কর্ণফুলির তীরে অবস্থিত
- ৩১) তিস্তা নদীর উৎপত্তি - সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল
- ৩২) তিস্তা নদী - ভারতের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং হয়ে ডিমলা অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে
- ৩৩) তিস্তা নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয় - ১৯৮৭ সালের বন্যায়
- ৩৪) তিস্তা নদী মিলিত হয় - ব্রহ্মপুত্রের সাথে
- ৩৫) তিস্তা নদীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ - ১৭৭ কি.মি ও ৩০০ থেকে ৫৫০ মি.
- ৩৬) বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পানি নিষ্কাশনের প্রধান উৎস - তিস্তা নদী
- ৩৭) তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পটি নির্মিত হয় - ১৯৯৭-৯৮ সালে
- ৩৮) মংলা বন্দরের দক্ষিণে - পশুর নদী
- ৩৯) পশুর নদীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ - প্রায় ১৪২ কি.মি ও ৪৬০ মি. থেকে ২.৫ কি.মি
- ৪০) সাঙ্গু নদীর উৎপত্তি - আরাকান পাহাড়ে
- ৪১) সাঙ্গু নদী প্রবেশ করেছে - পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে
- ৪২) সাঙ্গু নদীর দৈর্ঘ্য - ২০৮ কি.মি
- ৪৩) ফেনী নদীর উৎপত্তি - পার্বত্য ত্রিপুরায়

- ৪৪) ফেনী নদী বঙ্গোপসাগরের পতিত হয় - সন্দ্বীপের উত্তরে  
 ৪৫) বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত - নাফ নদী  
 ৪৬) নাফ নদীর দৈর্ঘ্য - ৫৬ কি.মি  
 ৪৭) মাতামুহুরী নদীর উৎপত্তি - লামার মাইভার পর্বতে  
 ৪৮) মাতামুহুরী প্রবেশ করে - কক্সবাজারের চকোরিয়ার পশ্চিম পাশ দিয়ে  
 ৪৯) মাতামুহুরী নদীর দৈর্ঘ্য - ১২০ কি.মি  
 ৫০) ঢাকা - বুড়িগঙ্গার তীরে  
 ৫১) চট্টগ্রাম - কর্ণফুলির তীরে  
 ৫২) নারায়ণগঞ্জ - শীতলক্ষ্যার তীরে  
 ৫৩) সিলেট - সুরমা নদীর তীরে  
 ৫৪) কুমিল্লা - গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত  
 ৫৫) কর্ণফুলি বহুমুখী পরিকল্পনা থেকে - ৬৪৪ কি.মি নৌ চলাচল করে  
 ৫৬) কর্ণফুলির পানি দিয়ে চাষাবাদ হচ্ছে - ১০ লক্ষ একর জমিতে  
 আজ এই পর্যন্ত।

#### সাধারণ জ্ঞান

( ৯ম - ১০ম শ্রেণীর বা ও বি বই থেকে)  
 পর্ব-১০

- ১) বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর উৎপত্তিস্থল - ভারতে  
 ২) বাংলাদেশে নদী পথের দৈর্ঘ্য - ১৮৩৩ কিমি  
 ৩) সারাবছর নৌ চলাচলের উপযোগী নৌপথ - ৩,৮৬৫ কি.মি  
 ৪) অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ তৈরি হয়েছে - ১৯৫৮ সালে  
 ৫) কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় - পাকিস্তান আমলে  
 ৬) অভ্যন্তরীণ নৌ পথে দেশের মোট বাণিজ্যিক মালামালের - ৭৫% আনা নেয়া হয়  
 ৭) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৭২ সালে  
 ৮) বাংলাদেশে চা চাষ হচ্ছে - উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ে  
 ৯) সারা বছর বৃষ্টিপাত হয় - উষ্ণ ও আর্দ্র জরবায়ু অঞ্চলে  
 ১০) বাংলাদেশে চির হরিৎ বনাঞ্চল - পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল  
 ১১) বাংলাদেশে খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ জেলা সমূহ - পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি জেলা সমূহ  
 ১২) বাংলাদেশের লবণাক্তের পরিমাণ বেশি - দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা  
 ১৩) বাংলাদেশের ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বনভূমি- দক্ষিণ পূর্ব ও উত্তর পূর্ব অংশের পাহাড়ী অঞ্চল  
 ১৪) চিরহরিৎ বনকে বলা হয় - চির সবুজ বন  
 ১৫) চিরহরিৎ বনভূমির পরিমাণ - ১৪ হাজার বর্গ কি.মি  
 ১৬) প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে - সিলেটে  
 ১৭) রাবার চাষ হয় - পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে  
 ১৮) ক্রান্তীয় পাতাঝরা অরণ্য - ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, দিনাজপুর ও রংপুর জেলায়  
 ১৯) শীতকালে গাছের পাতা সম্পূর্ণ ঝরে যায় - ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনভূমির

- ২০) ত্রাণীয় পাতাঝরা বনভূমির প্রধান বৃক্ষ - শাল
- ২১) মধুপুর ভাওয়াল বনভূমি - ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুরে
- ২২) দিনাজপুরে এটি - বরেন্দ্র নামে পরিচিত
- ২৩) স্রোতজ বনভূমি- দক্ষিণ পশ্চিমাংশের নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় বন
- ২৪) স্রোতজ বনভূমি প্রধানত জন্মে - সুন্দরবনে
- ২৫) বাংলাদেশে স্রোতজ বা গরান বনভূমির পরিমাণ - ৪,১৯২ বর্গ কি.মি
- ২৬) বাংলাদেশ সরকারে বিভাগ - ৩ টি
- ২৭) আইনবিভাগের কাজ - আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনের সংশোধন
- ২৮) আইন বিভাগের একটি অংশ - আইনসভা বা পার্লামেন্ট
- ২৯) আইনসভার সদস্যরা - জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি
- ৩০) বাংলাদেশের আইন সভার নাম- জাতীয় সংসদ
- ৩১) মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম - কংগ্রেস
- ৩২) ব্রিটেনের আইনসভা - পার্লামেন্ট
- ৩৩) অধিকাংশ মুসলিম দেশের আইন সভা পরিচিত - মজলিশ নামে পরিচিত
- ৩৪) বাংলাদেশের আইন সভা - এক কক্ষ বিশিষ্ট
- ৩৫) যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের আইন সভা - দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট

#### সাধারণ জ্ঞান

( ৯ম -১০ম শ্রেণীর বা ও বি বই)

পর্ব -১১

- ১)বিচার বিভাগের কাজ - আইন অনুযায়ী বিচার করা
- ২) পদমর্যাদায় সবার উপরে - রাষ্ট্রপতি
- ৩) সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান - রাষ্ট্রপতি
- ৪) সংসদ আহবান করেন - রাষ্ট্রপতি
- ৫) যে কোন দন্ড মার্জনা বা মাফ করতে পারেন - রাষ্ট্রপতি
- ৬) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক - রাষ্ট্রপতি
- ৭) জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন - রাষ্ট্রপতি
- ৮) বাংলাদেশের সরকার প্রধান - প্রধানমন্ত্রী
- ৯) সংসদের নেতা - প্রধানমন্ত্রী
- ১০) আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সভাপতিত্ব করেন - প্রধানমন্ত্রী
- ১১) জাতীয় সংসদ গঠিত হয় - ৩৫০ সদস্য নিয়ে
- ১২) মহিলাদের জন্য জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন - ৫০ টি
- ১৩) সংসদের মেয়াদ - ৫ বছর
- ১৪) স্পীকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন - সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে
- ১৫) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় - ১৯৯১ সালে ( সংবিধানের ১২ তম সংশোধনী)
- ১৬) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নামে আইনসভা গঠনের কথা বলা হয়েছে - সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদে
- ১৭) সংসদ প্রণীত আইনে রাষ্ট্রপতি সন্মতি দান করেন - ১৫ দিনের মধ্যে
- ১৮) রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করার ক্ষমতা রয়েছে - জাতীয় সংসদের

- ১৯) সরকার কাজের জন্য জবাব দিহি করতে বাধ্য - সংসদের কাছে
- ২০) জনগনের মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব - বিচার বিভাগের
- ২১) সংবিধানের রক্ষক বা অবিভাবক - বিচার বিভাগ
- ২২) বিদেশী নাগরিকদের নাগরিকত্ব দিতে পারে - বিচার বিভাগ
- ২৩) ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে - বিচার বিভাগ
- ২৪) বর্তমানে বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্তর - ৫টি
- ২৫) অধিদপ্তরের প্রধান হলেন - মহা পরিচালক
- ২৬) বাংলাদেশের সচিবালয় হচ্ছে - আমলিতান্ত্রিক
- ২৭) বাংলাদেশ প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু - সচিবালয়
- ২৮) স্থানীয় প্রশাসন বলতে বুঝায় - জেলা ও উপজেলার শাসন ব্যবস্থা
- ২৯) বিভাগীয় প্রশাসনের প্রধান - বিভাগীয় কমিশনার
- ৩০) বিভাগীয় সচিবের মর্যাদা - যুগ্ম সচিবের সমান
- ৩১) জেলা প্রশাসনের প্রধান - জেলা প্রশাসক
- ৩২) জেলা প্রশাসক দায়ী থাকেন - বিভাগীয় কমিশনারের কাছে
- ৩৩) বিভাগীয় কমিশনার দায়ী থাকেন - কেন্দ্রের নিকট
- ৩৪) বর্তমানে দেশে উপজেলা - ৪৯০ টি
- ৩৫) বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান - ইউনিয়ন পরিষদ
- ৩৬) চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন প্রবর্তিত হয় - ১৮৭০ সালে
- ৩৭) বঙ্গীয় স্থানীয় আইন পাস হয় - ১৮৮৫ সালে
- ৩৮) পল্লি আইন প্রণীত হয় - ১৯১৯ সালে
- ৩৯) বাংলাদেশের তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয় - ১৯৭৬ সালে
- ৪০) ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় - ১০/১৫ টি গ্রাম নিয়ে
- ৪১) ইউনিয়ন পরিষদের মোট সদস্য - ১৩ জন
- ৪২) একটি ইউনিয়নে ওয়ার্ডের সংখ্যা - ৯ টি
- ৪৩) সংরক্ষিত মহিলা আসন ইউনিয়ন পরিষদে - ৩
- ৪৪) ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ - ৫ বছর
- ৪৫) উপজেলা ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তন করা হয় - ১৯৮৩ সালে
- ৪৬) জেলা পরিষদ আইন প্রবর্তিত হয় - ২০০০ সালের ৬ জুলাই
- ৪৭) জেলা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা - ২১ জন
- ৪৮) জেলা পরিষদের মেয়াদ কাল - ৫ বছর
- ৪৯) বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন - ১১ টি
- ৫০) থানা - ৬৩২ টি
- ৫১) ইউনিয়ন - ৪, ৫৩৬ টি
- ৫২) পৌরসভা - ৩২৬ টি
- ৫৩) বিভাগ - ৮টি
- ৫৪) গ্রাম - ৮৭, ৩১৬ টি

## সাধারণ জ্ঞান

( ৯ম -১০ম শ্রেণীর বা ও বি বই থেকে)

পর্ব -১২ ( শেষ পর্ব)

- ১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ - ১৯১৪ থেকে ১৯১৯
- ২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ - ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫
- ৩) লীগ অব নেশনস সৃষ্টি হয় - ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি
- ৪) জাতিসংঘ গঠিত হয় - ১৯৪৫ সালের ২৪ শে অক্টোবর
- ৫) জাতিসংঘ দিবস - ২৪ অক্টোবর
- ৬) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য - ১৫ ( ৫ টি স্থায়ী ও ১০ টি অস্থায়ী)
- ৭) স্থায়ী ৫ টি দেশ - যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন
- ৮) ভেটো বা কোন প্রস্তাব নাচক করার ক্ষমতা আছে - স্থায়ী ৫ টি দেশের
- ৯) আন্তর্জাতিক আদালত - নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে
- ১০) জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ - সেক্রেটারিয়েট
- ১১) প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান - সেক্রেটারি জেনারেল বা মহাসচিব
- ১২) জাতিসংঘের সদর দপ্তর - নিউইয়র্ক
- ১৩) জাতি সংঘের বর্তমান সদস্য - ১৯৩
- ১৪) বাংলাদেশ জাতিসংঘে যোগদান করে - ১৯৭৪ সালে
- ১৫) বাংলাদেশ জাতিসংঘের - ১৩৬ তম সদস্য
- ১৬) এই পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করেছেন জাতি সংঘের - ৪ জন মহাসচিব ৫ বার
- ১৭) বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হয় - ১৯৭৯- ৮০ সালে
- ১৮) জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হয় - ১৯৮৪ সালে
- ১৯) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব করেন - হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১৯৮৬ সালে
- ২০) তিনি সভাপতিত্ব করেন সাধারণ পরিষদের - ৪১ তম অধিবেশনে
- ২১) জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি - UNDP
- ২২) শিশু তহবিল- UNICEF
- ২৩) শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সংস্থা - UNESCO
- ২৪) খাদ্য ও কৃষি সংস্থা - FAO
- ২৫) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা - WHO
- ২৬) নারী উন্নয়ন তহবিল- UNIFEM
- ২৭) জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল - UNFPA
- ২৮) জাতিসংঘ মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণা পত্র - ১৯৪৮ সালে
- ২৯) নারী বছর ঘোষণা করা হয় - ১৯৭৫ সালকে
- ৩০) প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন - ১৯৭৫ সালে, মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়
- ৩১) CEDAW সনদ কার্যকর হয় - ১৯৮১ সালে
- ৩২) দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন - ১৯৮০ সালে, কোপেনহেগেন
- ৩৩) তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন - ১৯৮৫ সালে, নাইরোবিতে
- ৩৪) চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন - ১৯৯৫ সালে, বেইজিং
- ৩৫) চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের ঘোষণা - নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন

- ৩৬) CEDAW সনদ - ১৯৭৯ সালে গৃহীত হয়
- ৩৭) সিডও সনদে বর্তমান সমর্থনকারী দেশ - ১৩২
- ৩৮) সিডও সনদে ধারা - ৩০ টি
- ৩৯) আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস - ২৫ ডিসেম্বর
- ৪০) এই দিবসটি ঘোষণা করা হয় - ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর
- ৪১) বিশ্ব নারী দিবস - ৮ মার্চ
- ৪২) বিশ্বে প্রথম HIV সংক্রমিত ব্যক্তি সনাক্ত হয় - ১৯৮১ সালে

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

**MyMahbub.Com**

01836672102